Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- তাং-
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক

"কুমারখালীর বেডশিট"

GI Journal No. 51

Published on : 19 SEP 2024

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র :

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০১ (এক) এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ (দুই) এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি :

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা :

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর :

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথা :–

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে–

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি :

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি :

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা :–

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি–

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদন্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ, এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য-জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভূক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন :

(১) কনভেনশনভূক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভূক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভূক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভূক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভূক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার :

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা :

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইলঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৮৭

আবেদনের তারিখ: ২৩-০৫-২০২৪ খ্রি.

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "কুমারখালীর বেডশিট" যা শ্রেণি ২৪ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশক নাম : "কুমারখালীর বেডশিট"।

শ্রেণি : ২৪

ক) আবেদনকারীর নামঃ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

খ) ঠিকানা : বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা), ৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা : উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকার : কুমারখালীর বেডশিট (শ্রেণি ২৪ ; বস্ত্রশিল্প ও বস্ত্রশিল্প সামগ্রী)।

ঙ) স্পেসিফিকেশন :

সারাদিনের ক্লান্তি শেষে একটুখানি বিশ্রামের জন্য চাই আরামদায়ক বিছানা। বিছানা পরিবারের রুচিশীলতারও পরিচায়ক। একটি ঘরের সৌন্দর্যের অনেকখানি নির্ভর করে শোবার ঘরের সৌন্দর্যের ওপর। আর শোবার ঘরের সৌন্দর্য বাড়াতে চাই রুচিশীল বিছানার চাদর বা বেডশিট। বেডশিট বা বিছানার চাদর হলো একটি আয়তক্ষেত্রাকার কাপড়ের টুকরো ; যা এককভাবে বা জোড়া দিয়ে বিছানায় ব্যবহৃত হয়। এটি বিছানার চেয়ে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বড় হয় ; যা তোশক বা বিছানার উপরে স্থাপন (বিছিয়ে দেয়া হয়) করে ব্যবহার করা হয়। বিছানার চাদর বা বেডশিট ব্যবহারের দিক থেকে দুই ধরনের হয়ে থাকে, যেমন- (১) বালিশের কাভারসহ বেডশিট এবং (২) বালিশের কাভার ছাড়া বেডশিট। এছাড়া বেডের (খাট বা চৌকি) পরিমাপ অনুযায়ী বেডশিটের সাইজ ডাবল বা সিঙ্গেল হয়। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলাতে যে বেডশিট বা বিছানার চাদর তৈরি হয় তার খ্যাতি দেশব্যাপী। কুমারখালীতে উৎপাদন হওয়ার কারণেই এই বেডশিট বা বিছানার চাদরকে কুমারখালীর বেডশিট বা কুমারখালীর বিছানার চাদর বলা হয়।

কুমারখালীর বেডশিটের স্পেসিফিকেশন :

১।	বেডশিটের দৈর্ঘ্য (ডাবল)	:	৯০", ১০০", ১০৮"
২।	বহর (ডাবল)	:	৭২", ৯০"
৩।	বেডশিটের দৈর্ঘ্য (সিঙ্গেল)	:	৯০"
৪।	বহর (সিঙ্গেল)	:	৫৪",৬০"
৫।	টানা সুতার কাউন্ট	:	৪০/২, ৩২/২, ৩০/২

৬।	পড়েন সুতার কাউন্ট	:	৪০/২, ৩০/১
৭।	সানার নম্বর	:	৫০, ৫৬, ৬০,৭২, ১৪৪, ১৫৬
৮।	জ্যাকার্ড এর হুক সংখ্যা	:	৬০০, ৯০০, ১২০০, ২৫৬০
৯।	ডবির লিভার সংখ্যা	:	৪ টি থেকে ১৬ টি
১০।	ঝাঁপ সংখ্যা	:	৪ টি থেকে ১৬ টি
১১।	এন্ডস/ইঞ্চি	:	৫০, ৫৬, ৬০, ৭২, ১৪৪, ১৫৬
১২।	পিকস/ইঞ্চি	:	৪০, ৪৪, ৫০, ৬৪
১৩।	জিএসএম (প্রতি বর্গমিটারে ওজন)	:	১০০-২০০ গ্রাম

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা : কুমারখালীর বেডশিট

[ক] **ভূমিকা** :

প্রথম বাঙালি হিসেবে ১৯০৮ সালে মাত্র আটটি তাঁত যন্ত্র নিয়ে মোহিনী মোহন চক্রবর্তী যাত্রা শুরু করেন মোহিনী মিলের। স্থান হিসেবে বেছে নেন কুষ্টিয়াকে। জায়গাটি বেছে নেয়ার অনেকগুলো কারণ ছিল। জায়গাটি ছিল শহরের প্রাণকেন্দ্র। অদূরেই ছিল কুষ্টিয়া রেলওয়ে স্টেশন। তার পাশেই ছিল ছোট নদীবন্দর। মিলের পাশ দিয়েই গোয়ালন্দ ঘাট পর্যন্ত প্রায় ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ। সেখান থেকে নদী পেরোলেই ঢাকা শহর। আবার পাশেই বড়বাজার। গড়াই নদের ঘাট থেকে নদীপথে বড় বড় নৌকায় সুতা থেকে উৎপাদিত পণ্য কলকাতার, শিয়ালদহ ও দেশের পাবনা, শাহজাদপুর, গাজীপুর, নাটোরসহ দেশের প্রায় সব এলাকায় পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ ছিল।

প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই মিলটি একটি লাভজনক শিল্পে পরিণত হয়। ১৯০৮ সালের মধ্যেই ১০০ একর জায়গার ওপর ছড়িয়ে যায় পুরো মিলটি। ১৯১০ থেকে ১৯১৮ সময়কালে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে পিতলের হ্যান্ডলুম মেশিন আর পিতলের তৈরি প্রায় ২০০ তাঁত আমদানি করে মিলের কলেবর ও উৎপাদন বহুগুণে বাড়িয়ে তোলা হয়। এ সময়ে প্রতিদিন কুষ্টিয়া বড় স্টেশনে ভারতের শিয়ালদহ থেকে কয়েকটি বগি রিজার্ভ আসত মোহিনী মিলের সুতা নেয়ার জন্য। আবার বড়বাজার গড়াই নদের ঘাট থেকে বড় বড় নৌকায় সুতা যেত দেশের বিভিন্ন জায়গায়। পাবনা, শাহজাদপুর, গাজীপুর, নাটোরসহ দেশের প্রায় সব এলাকা থেকে তাঁতিরা এখানে আসতেন সুতা কিনতে। এটিই ছিল পূর্ব বাংলার প্রথম বড় টেক্সটাইল মিলস।[১] মোহিনী মিলস নিয়ে ১৫ অক্টোবর, ২০২১ তারিখের বনিক বার্তা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে প্রখ্যাত সুতা ব্যবসায়ী মোহিনী মোহন চক্রবর্তী জন্ম ৪ জুলাই ১৮৩৮ সালে (বাংলা ১২৪৫ সালের ২০ আষাঢ়) কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার মুড়াগাছা গ্রামে। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে ১৯২০-এর দশকের মধ্যে মিলে প্রায় তিন হাজার মানুষ কাজ করত। এ সময় এখানে উন্নতমানের সুতা, মোটা শাড়ি, ধুতি, বেডশিট, তোয়ালে, হাসপাতালে ব্যবহৃত গজ, ব্যান্ডেজ, ধূসর বর্ণের ও রঙিন সুতা তৈরি হতো।[২]

দৈনিক জনকন্ঠ পত্রিকার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে কুমারখালীতে তাঁত শিল্পে উৎপাদিত পণ্য ও বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বস্ত্রকে কেন্দ্র করেই ১৯৩৮ সালে কুমারখালী পৌর এলাকায় গড়ে ওঠে কাপড়ের হাট। যা পরবর্তীতে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কাপড়ের হাট হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তখন এ হাটের যেমন ছিল সুনাম, তেমনই ছিল জৌলুস। সপ্তাহে প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে শুরু হয়ে এই হাট চলত শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত। বেচা-কেনা হতো রং ও সুতার পাশাপাশি শাড়ি, লুঙ্গি, শীতের চাদরসহ হরেক রকম কাপড়। সারাদেশ থেকে লক্ষাধিক ব্যবসায়ীর আগমন ঘটত এ হাটে। সেই সঙ্গে স্থানীয় হাজারও মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটত। বলতে গেলে এ কাপড়ের হাটকে কেন্দ্র করে সপ্তাহের তিন দিন এখানে চলত ক্রেতা-বিক্রেতাদের কর্মযজ্ঞের উৎসব।---এছাড়া এখানে উৎপাদিত বেডশিট, বেডকভার, পিলোকভার, তোয়ালের সুনাম রয়েছে দেশ ও দেশের বাইরে।[৩] স্থানীয় তাঁতিরা বিভিন্ন ধরনের কাপড় বুনে তাদের হস্ততাঁতসহ পাওয়ার বা অটোমেটিক তাঁতে। শহরের অনেকগুলি ফ্যাক্টরীতে উৎপন্ন হয় চাদর ও বেডশিট।

[খ] **কুমারখালীর বেডশিট** :

কুমারখালীর বেডশিট বা বিছানার চাদর বিশেষভাবে তৈরি হয়। বিশেষ ধরনের এবং উৎকৃষ্টমানের সুতি সুতা দিয়ে তৈরি হয় এই বেডশিট। এর ফলে এই বেডশিট ব্যবহার যেমন আরামদায়ক তেমন নরম ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। এই বেডশিটের রং নষ্ট হয় না। এই বেডশিট বুনার ধরন, রঙ, নকশা সবকিছু আলাদা। এই বেডশিট তৈরি করতে বিশেষ দক্ষতা লাগে। এ কারণে কুমারখালী উপজেলায় বিশেষভাবে তৈরি হস্তচালিত, সেমি-অটোমেটিক ও পাওয়ার (বৈদ্যুতিক) তাঁতে সূক্ষ্ম বুনট ও মিহি বস্ত্রের নামই কুমারখালীর বেডশিট।

দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার ৭/৮/২০১৩ তারিখের সংখ্যায় রিপোর্টার তৌহিদ হাসান "কুমারখালীর চাদরের ভাঁজে ঈদের আনন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন "ঈদে পোশাকের পাশাপাশি কুষ্টিয়াবাসীর আরও একটি জিনিস চাই-ই চাই ; আর সেটি হচ্ছে কুমারখালীর চাদর। নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চবিত্তের প্রায় সবাই পরিবারের জন্য অন্তত একটি বিছানার চাদর কেনেন ঈদের সময় ; যেন এই চাদরের ভাঁজে ভাঁজেই তাঁদের ঈদ উৎসবের আনন্দ জড়িয়ে থাকে। সারা বছর এখানকার চাদরের কদর থাকলেও ঈদ সামনে রেখে তা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি কাছে-দূরের ক্রেতারাও ছুটে আসেন কুমারখালীর তাঁতপল্লীতে। আর তাই ঈদে বাড়তি চাহিদা মেটাতে চাদরপল্লীর শ্রমিকেরা এখন বিরামহীন কাজ করে চলেছেন। কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ইস্টার্ন ফেব্রিকস, বুলবুল টেক্সটাইল, রানা টেক্সটাইল, রত্না, বাগদাদ, বেঙ্গলের মতো আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন চাদর উৎপাদনকারী প্রায় ৫০টি কারখানা রয়েছে।[৪]

[গ] **কুমারখালীর বেডশিটের বৈশিষ্ট্য** :

১) কুমারখালীর বেডশিটের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো বুনন শৈলী, পাকা রং, ডিজাইন এবং সর্বোপরি শিল্পীর নিজস্ব দক্ষতা ;

২) কুমারখালীর বেডশিট দেখতে আকর্ষণীয় ও ব্যবহার করতে আরামদায়ক ;

৩) যে বেডশীটের নকশা যত বেশি ও শৈল্পিক সেই বেডশিটের দামও তত বেশি হয় ;

৪) নকশার বৈচিত্র্যের সাথে সংগতি রেখে একই নকশার দু'টি বালিশের কভার তৈরি করা হয়, যা দেখতে মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় ;

৫) ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কাউন্টের সুতা ব্যবহার করা হয়। তবে ৩২/২ কাউন্ট এর সুতি সুতাই বেশী ব্যবহার করা হয় ;

৬) কুমারখালীর বেডশিট স্ট্রাইপ ও চেক ডিজাইন এবং প্রিন্টেড ডিজাইনের হয় এবং

৭) কুমারখালীর বেডশিটের ডিজাইন তৈরিতে ডবি এবং জ্যাকার্ড ব্যবহার করে জটিল যে কোন নকশা খুব সহজেই বেডশিটে ফুটিয়ে তোলা যায়।

[ঘ] **কুমারখালীর বেডশিটের শ্রেণি :**

কুমারখালীর বেডশিটের ডিজাইনভিত্তিক বিভিন্ন নাম রয়েছে। নিম্নে বহুল ব্যবহৃত কুমারখালীর বিভিন্ন শ্রেণির বেডশিটের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো :

১. স্ট্রাইপ বেডশিট :

এটি প্লেইন ডিজাইনে বুননকৃত কাপড়। এ কাপড়ের টানার দিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা/স্থান (যেমন-২/৩/৪/৫/৬ ইঞ্চি) পর পর বিভিন্ন রং এর সুতা ব্যবহার করে এবং পড়েন দিকে এক রং এর সুতা ব্যবহার করে যে নকশার বেডশিট তৈরি করা হয় তাই স্ট্রাইপ বেডশিট।

২. চেক বেডশিট :

এটিও প্লেইন ডিজাইনে বুননকৃত কাপড়। এ কাপড়ের টানার দিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা/স্থান (যেমন-২/৩/৪/৫/৬ ইঞ্চি) পর পর বিভিন্ন রং এর সুতা ব্যবহার করে এবং পড়েন দিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা/স্থান (যেমন-২/৩/৪/৫/৬ ইঞ্চি) পর পর বিভিন্ন রং বা এক রং এর সুতা ব্যবহার করে যে নকশার বেডশিট তৈরি করা হয় তাই চেক বেডশিট।

৩. প্রিন্টেড বেডশিট :

তাঁতে উৎপাদিত গ্রে-কাপড়ের উপর হস্ত দ্বারা বা স্বয়ংক্রিয় মেশিনে ছাপ দেয়ার মাধ্যমে যে বেডশিট প্রস্তুত করা হয় তাই প্রিন্টেড বেডশিট। বর্তমানে এ বেডশিট ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

[ঘ] **কুমারখালীর বেডশিটের ডিজাইনের নাম :**

১. স্ট্রাইপ বেডশিট ;

২. চেক বেডশিট ;

৩. ডবি যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুতকৃত ছোট ছোট স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের বেডশিট (ডায়মন্ড, ছোট ফুল, ফল ইত্যাদি) ;

৪. জ্যাকার্ড যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুতকৃত বড় বড় স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের বেডশিট (হানিকম্ব, ফুল, লতা-পাতা ইত্যাদি) এবং

৫. প্রিন্টেড বেডশিট।

ভৌগোলিক নির্দেশকের ছবি

নমুনা-০১: কুমারখালীর বেডশিট- ষ্ট্রাইপ দৈর্ঘ্য- ৯০" বহর- ৯০" টানা সুতা-৩২/২ কাউন্ট পড়েন সুতা- ৩২/২ কাউন্ট সানা-৫৬ তাঁতের ধরন-শক্তিচালিত তাঁত	
নমুনা-০২: কুমারখালীর বেডশিট- প্রিন্টেড দৈর্ঘ্য- ৯০" বহর- ৯০" টানা সুতা-৩২/২ কাউন্ট পড়েন সুতা- ৩২/২ কাউন্ট সানা-৭২ তাঁতের ধরন- শক্তিচালিত তাঁত	
নমুনা-০৩: কুমারখালীর বেডশিট- চেক দৈর্ঘ্য- ৯০" বহর- ৯০" টানা সুতা-৩২/২ কাউন্ট পড়েন সুতা- ৩২/২ কাউন্ট সানা-৭২ তাঁতের ধরন- শক্তিচালিত তাঁত	
নমুনা-০৪: কুমারখালীর বেডশিট- ষ্ট্রাইপ দৈর্ঘ্য- ৯০" বহর- ৯০" টানা সুতা-৩২/২ কাউন্ট পড়েন সুতা- ৩২/২ কাউন্ট সানা-৭২ তাঁতের ধরন- শক্তিচালিত তাঁত	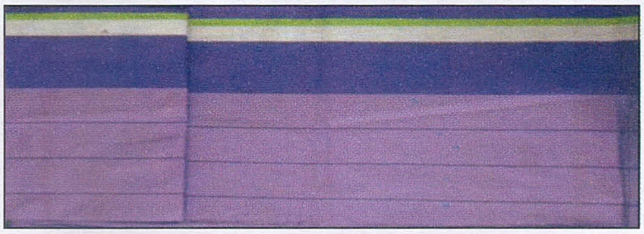
নমুনা-০৫: কুমারখালীর বেডশিট- চেক দৈর্ঘ্য- ৯০" বহর- ৫৪" টানা সুতা-৩২/২ কাউন্ট পড়েন সুতা- ৩২/২ কাউন্ট সানা-৫৬ তাঁতের ধরন- শক্তিচালিত তাঁত	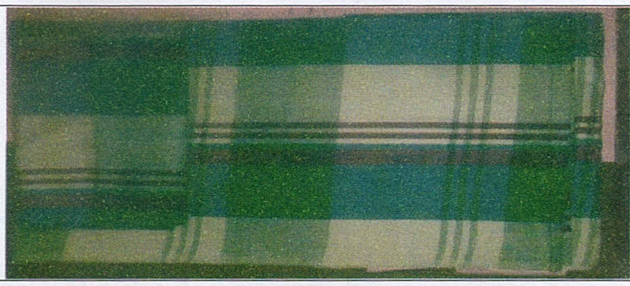

ছ) উৎপাদকের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র :

তাঁত শিল্পে সমৃদ্ধ ছোট জনপদ কুমারখালীর অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে বয়নশিল্প। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলায় গড়ে উঠেছে উন্নতমানের বেডশিট বা বিছানার চাদরের শিল্প। এখানে উৎপাদিত বিছানার চাদর দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলাতে অবস্থিত ইস্টার্ন ফেব্রিকস, বুলবুল টেক্সটাইল, রানা টেক্সটাইল, রত্না, বাগদাদ, বেঙ্গালের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিছানার চাদর উৎপাদন করছে। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলায় এই বিছানার চাদর উৎপাদিত হয় বলে এই বিছানার চাদরকে কুমারখালীর বিছানার চাদর বা কুমারখালীর বেডশিট বলা হয়।

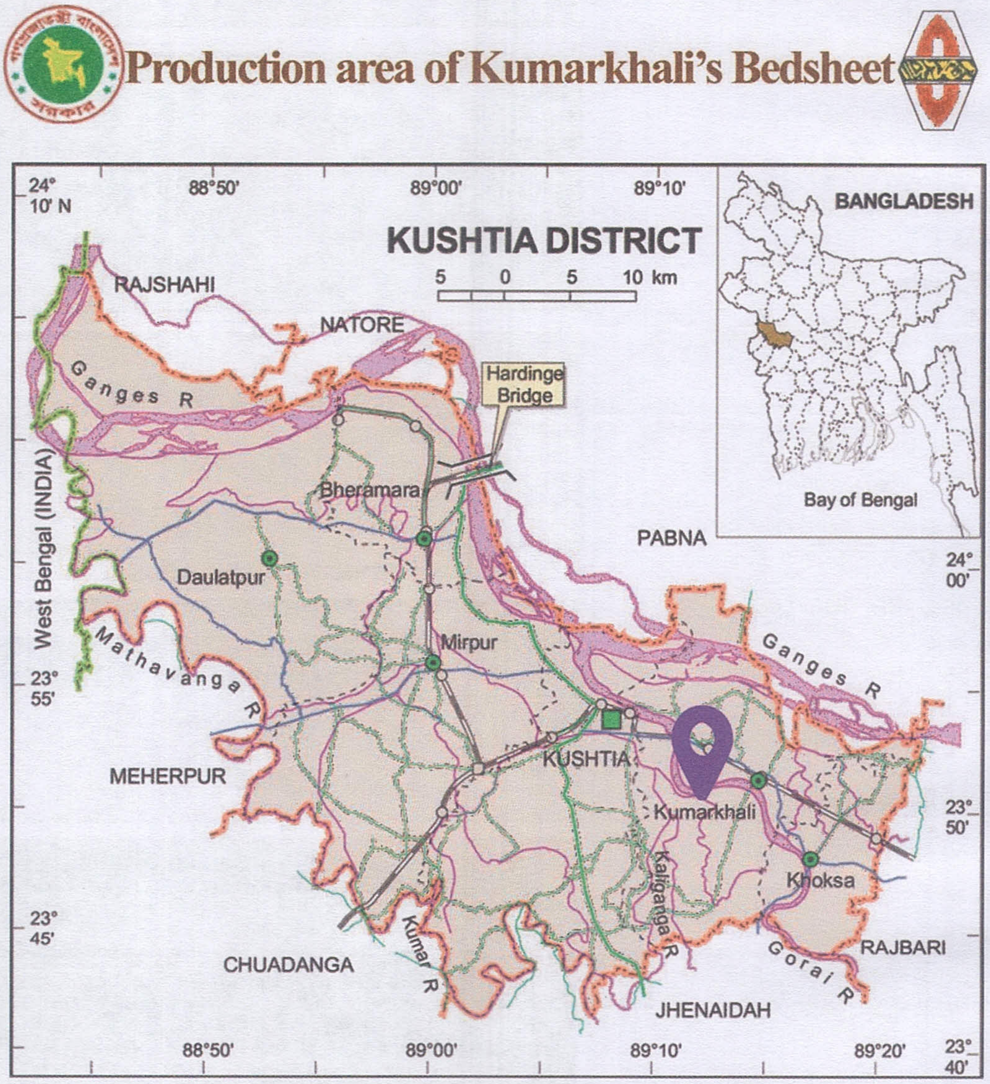

চিত্র ১ : কুমারখালীর বেডশিটের উৎপাদন এলাকার মানচিত্র

জ) **ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল) :**

কুষ্টিয়া জেলার তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই কুষ্টিয়া অঞ্চলে হস্তচালিত তাঁত শিল্প শুধু উপমহাদেশেই নয় বরং বহির্বিশ্বে বিশেষ স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। আঠারো ও উনিশ শতকে কুষ্টিয়া অঞ্চল হস্তচালিত তাঁত থেকে তৈরি কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। কুমারখালীর তাঁতের ঐতিহ্য বিষয়ে সৈয়দ মুর্তাজা আলীর ভাষায়: ''কুমারখালীতে পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে বড় তাঁতের কাপড়ের বিকিকিনির হাট বসতো"[৫]। এক সময় কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীকে তাঁতঘর বলা হতো। ড. মুহম্মদ এমদাদ হাসনায়েন এবং ড. সারিয়া সুলতানা কর্তৃক রচিত কুষ্টিয়ার তাঁত শিল্প গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে "ব্রিটিশ ভারতে স্বদেশি আন্দোলনের গৃহীত নীতি অর্থাৎ বিলেতি দ্রব্য ও পণ্য বর্জন নীতিতে উৎসাহিত হয়ে ১৯০৮ সালে মোহিনী মোহন চক্রবর্তী কুষ্টিয়া শহরে মোহিনী মিল প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র ৮ টি তাঁত দিয়ে শুরু হয় বস্ত্র উৎপাদন। এই মিল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রসারের সাথে সাথে অসংখ্য শ্রমিক সেখানে চাকুরি গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই মোহিনী মিল ছিল কুষ্টিয়ার অর্থনীতির চালিকা শক্তি এবং এটি বাংলার অন্যতম প্রাচীন বস্ত্রকল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মিলের উৎপাদিত সুতা ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি, লংক্লথ, লাল সালু এবং চাদর উৎপাদনে ব্যবহৃত হতো। তাছাড়া এ মিলের উৎপাদিত সুতা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ছাড়াও তৎকালীন বার্মা, শ্রীলংকা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে রপ্তানি হতো।[৬] কুমারখালীতে তাঁতের কাপড় কেনাবেচা বিষয়ে ড. মুহম্মদ এমদাদ হাসনায়েন এবং ড. সারিয়া সুলতানা রচিত "ইতিহাস ঐতিহ্যে কুষ্টিয়ার পর্যটন" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে "কুমারখালীর পান্টি হাটে অত্র এলাকার তাঁতিরা ১৯০৬ সালে কাপড় কেনাবেচা শুরু করেন। বাংলাদেশের বৃহত্তম কাপড়ের হাট হিসাবে কুমারখালী শহরের হাট এবং পোড়াদহ হাট (১৯৬৮) অদ্যাবধি অন্যতম। কুমারখালীর বিছানার চাদর, লুঙ্গি, গামছা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত হাট বাজারে ও অভিজাত বস্ত্র মার্কেটসমূহে বেচা কেনা হয় এবং বিদেশেও সুনামের সাথে রপ্তানি হয়।"[৭] তাঁত শিল্প কুমারখালীর মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলে মিশে আছে। সংগীত ও আধুনিক সাহিত্যে এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। তাঁতিদের নিয়ে ফকির লালন গান বেঁধেছেন-

'আমার চরকা ভাঙা, টেকো আড়ানে।

আমি টিপে সোজা করব কত, আর তো প্রাণে বাঁচিনে......'।[৮]

কুষ্টিয়া জেলাতে পারিবারিক কারখানা ও পাড়াভিত্তিক অসংখ্য তাঁত শিল্প গড়ে উঠেছে আদিকাল থেকেই যা ক্রমান্বিক বহমান। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁতের কাপড়, নীল ও পিতলের বাসন-কোসন তৈরির জন্য কুষ্টিয়া বিখ্যাত ছিল। জেলার অধিকাংশ গ্রামেই হিন্দু তাঁতি পরিবার ও কিছু মুসলিম তাঁতি পরিবার ছিল। তারা স্থানীয় জনগণের জন্য মোটা কাপড় তৈরি করতো। সে সময় যেসব এলাকা ব্যবসায়ের কেন্দ্র হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল তার মধ্যে কুষ্টিয়া জেলার কুষ্টিয়া ও কুমারখালী ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাঁতের কাপড় তৈরি এবং কাপড়ের ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র ছিল কুমারখালী।[৯]

লেখক ড. মুহম্মদ এমদাদ হাসনায়েন এবং ড. সারিয়া সুলতানা “কুষ্টিয়ার তাঁতশিল্প” গ্রন্থে কুমারখালীর তাঁতের ঐতিহ্য বিষয়ে উল্লেখ করেছেন ”১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার থেকে অপেক্ষাকৃত সস্তায় আমদানিকৃত বিদেশি কাপড়ের সাথে দেশে তৈরি কাপড় প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বাজার হারায়। ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে এ দেশীয় সুতা ব্যবহারের পরিবর্তে ইংল্যান্ডের তৈরি সুতার ব্যাপক প্রচলন হওয়ায় দেশি শিল্পের অবনতি চরমে পৌঁছে। ১৯০৬ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত স্বদেশি আন্দোলন ও পুনরায় অসহযোগ আন্দোলন এবং তারপর অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালে তাঁত শিল্প সাময়িকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর পরে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হস্তচালিত মাকুর সুতা ও তাঁতের কাপড়ের চাহিদা আবার হ্রাস পেতে থাকে। এতো প্রতিকূলতার মাঝে ও পরবর্তীকালে কুমারখালী তাঁর পুরোনো ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। কুমারখালী অতীতের ঐতিহ্য বজায় রেখে বর্তমানে ও তাঁত শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র। এছাড়াও মেহেরপুর, আলমডাঙ্গা ও দামুড়হুদা তাঁতশিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলির অন্যতম। এসব এলাকার তৈরী ধুতি, শাড়ি, গামছা, লুঙ্গি, তোয়ালে ও বিছানার চাদর উল্লেখযোগ্য।”[০৯] অর্থাৎ কুমারখালীর তৈরি বিছানার চাদর, লুঙ্গি, গামছা সারাদেশে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

কুমারখালীর তাঁত শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। কবিই প্রথম শিলাইদহে তাঁত শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মোহিত রায় সম্পাদিত নদীয়া কাহিনী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে “১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহে তাঁতের কারখানা ও পান্টিতে সুতো-কাপড়ের হাট স্থাপন করেন। কবির উদ্যোগেই শিলাইদহে “বঙ্গলক্ষী নাট্যসমাজ” গঠিত হয়। সুদখোর মহাজনদের কবল থেকে রক্ষার জন্য ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে শিলাইদহে কৃষিব্যাংক ও তাঁতশিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করে বহমুখী গ্রামোন্নয়ন শুরু করেন।--[১০]

কুমারখালীর তাঁতশিল্প ও বিছানার চাদরের আরো উল্লেখ পাওয়া যায় “Report on the Survey of Cottage Industries in Bengal” এ। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে “The weavers of the Kushtea and Kumarkhali subdivisions make lungis, small saris, striped chadars, locally known as gantis and gamchas etc. Coarse cloth, gamchas, lungis, sheets and shirtings are also made in Alamdanga thana of Chuadanga subdivision. A cooperative yarn depot started at Alamdanga in October 1925, has given a great impetus to the industry by making yarn available to the weavers at a reasonable price. Ten co-operative societies have been started in different places in this thana and there is a great demand for the shirtings, bed sheets and dusters produced by them.”[১১]

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি :

কুমারখালীর বেডশিট তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের সুতার প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে সুতি সুতাই অন্যতম। সম্পূর্ণ সুতি সুতা দিয়ে বয়ন করা বেডশিটই কুমারখালীর ঐতিহ্য। স্থানীয় বাজার থেকে সুতা সংগ্রহ করা হয় বা প্রয়োজনে বড় বড় উৎপাদনকারীরা সুতা ঢাকা, নারায়নগঞ্জ থেকে সংগ্রহ করে থাকে । প্রয়োজনে সংগৃহীত সুতা প্রসেস ও রং করা হয়। আবার কখনো কখনো রঙিন সুতাও ক্রয় করে চাদর বয়নে ব্যবহার করা যায়। তারপর বয়নপূর্ব নানা ধাপ সম্পন্ন করে এসব সুতা দিয়ে কুমারখালীর বেডশিট বুনন করা হয়।

[ক] **কুমারখালীর বেডশিট তৈরির ধাপসমূহ :**

বেডশিট তৈরির পুরো বিষয়টি তাঁতির কায়িক শ্রম নির্ভর। কুমারখালীর বেডশিট তৈরির প্রয়োজনীয় ধাপগুলো তাঁতিদের হাতে ধারাবাহিকভাবেই কার্যকর হয়ে থাকে। ধাপগুলো হলো নিম্নরূপ :

১. ডিজাইন ও কালার কম্বিনেশন করা ;
২. সুতা নির্বাচন ও প্রসেসিং বা ধোলাই করা ;
৩. সুতা রং করা ;
৪. সুতা মাড় দেয়া
৫. চরকার মাধ্যমে সুতার ববিন/নলি করা ;
৬. ড্রামে সুতা জড়ানো ও বীম তৈরি করা ;
৭. সানা করা ;
৮. 'ব' গাঁথা ;
৯. বীম তাঁতে স্থাপন ;
১০. ডিজাইন অনুযায়ী ডবি বা জ্যাকার্ড নির্বাচন ও ব্যবহারকরণ ;
১১. বেডশিট বোনা শুরু ;
১২. বেডশিট কেটে তোলা ;
১৩. বেডশিট মার্সেরাইজিং ও ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে প্রসেস করা এবং বাজারজাত করা।

[খ] **উৎপাদন পদ্ধতির বিবরণ :**

স্থানীয় বাজার, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য স্থান হতে সুতা আমদানী করে সুতা প্রথমে ডপ (পেপার কুন) হিসেবে আসে। এই ডপ সুতাকে টুইস্টিং মেশিনের মাধ্যমে বুননের উপযোগী বিভিন্ন কাউন্টের সুতায় রূপান্তর করা হয়। এই রূপান্তরিত সুতা রিলিং মেশিনের মাধ্যমে হ্যাংকস/লাছি (স্থানীয় ভাষায় বলে ছিকালি) করা হয়। হ্যাংকস/লাছিগুলো চাহিদামত রং করা হয়। বিভিন্ন রং দ্বারা সুতাকে রং করে পরিস্কার করা হয় এবং শুকিয়ে মেশিনের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করা হয়। এরপর সুতাকে ববিনে পেঁচানো হয়। সাধারণত: নারীরা ছোট ছোট হস্তচালিত/বৈদ্যুতিক মোটরের মাধ্যমে চালিত যন্ত্রের সাহায্যে রং করা সুতাকে ববিনে পেঁচিয়ে ড্রামে তোলার উপযোগী করে থাকে। এর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ববিনে পেঁচানো সুতাকে নির্দিষ্ট ড্রামে তোলা হয় বেডশিট বুননের উপযোগী করার জন্য। ড্রামটি নির্দিষ্ট পরিধির হয় যেন নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের ও প্রস্থের বেডশিট প্রস্তুত করা যায়। ড্রামে জড়ানো সুতাকে অত:পর "বীম" নামক একটি যন্ত্রে জড়ানো হয়, যা সরাসরি তাঁত যন্ত্রে স্থাপন করে বুনন করা হয়। সুতা ড্রামে ও বীমে জড়ানোর কাজটি দক্ষ কারিগর দ্বারা হস্তচালিত মেশিনের মাধ্যমে সুচারুরূপে সম্পাদন করা হয়। এরপর হস্ততাঁত, সেমি-অটোমেটিক ও পাওয়ার তাঁতের মাধ্যমে বেডশিট তৈরি করা হয়।

টানা সুতা মাড় করার জন্য এ্যারারুট ব্যবহার করা হয়। পোকা-মাকড়ের আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য তুঁতে ও চুন ব্যবহার করা হয়। এ্যারারুট এক ধরনের পাউডার। স্থানীয় বাজার থেকে এ্যারারুট ক্রয় করে একটি পাত্রে গরম পানিতে মিশানো হয় এবং কিছু সময় ফুটানোর পর এটি আঠাযুক্ত হয়ে মাড়িতে রুপান্তর হয়। এ্যারারুট মেশানো পানিতে সুতা চুবিয়ে ভালভাবে নাড়াচাড়া করতে হয়, যাতে এ্যারারুট মেশানো পানিতে সুতা ভালোভাবে ভিজে। এরপর সুতা রোদে শুকানো হয়। শুকানো সুতা বস্ত্র বয়নের জন্য ব্যবহার করা হয়। সুতি সুতা মাড় করার পর চরকার মাধ্যমে ববিনে জড়ানো হয়। ওয়ার্পিং মেশিনের সাহায্যে ন্যূনতম ৩০০০-৫০০০ গজ টানা সুতার একটি বীম প্রস্তুত করা হয়। ওয়ার্পিং মেশিনের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত বীমটি সাইজিং মেশিনের মাধ্যমে মাড়করণ করে আরও একটি বীম প্রস্তুত করা হয়। টানা প্রস্তুতের পর সুতা বীমে তোলা হয় এবং এরপর ‘ব’ ও সানা করা হয়। এই এলাকায় কাঠের মাকু ব্যবহৃত হয়। মাকুর দুই দিকে স্টিলের পাত লাগানো থাকে। মাকুর ভিতরে সুতার নলি ববিন প্রবেশ করে পড়েনের দিকে সুতা দেয়া হয়। এভাবে কাপড় বুননের কাজ চলতে থাকে।

[গ] **বর্ণের বিন্যাস** :

বেডশিট তৈরির আগে রঙের কম্বিনেশন করে থাকেন মাস্টার ডায়ার। ডিজাইনার ঠিক করেন কি নকশা হবে। বিভিন্ন উৎসব, ঐতিহ্য ও ক্রেতার চাহিদা ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে নকশা প্রণয়ন করা হয় ঠিক নকশি কাঁথার মত। ড্রাম মাস্টার নকশা অনুযায়ী বীম প্রস্তুত করেন। প্রস্তুতকৃত বীম তাঁতে স্থাপন করে বুনন কার্য শুরু করেন তাঁতি। স্ট্রাইপ ও চেক ডিজাইন দিয়ে বেডশিট উৎপাদন শুরু হয়। স্ট্রাইপ ও চেক ডিজাইনের ক্ষেত্রে তাঁতের উপরে ডবি ও জ্যাকার্ড স্থাপন করা হয়। ডবি ও জ্যাকার্ড অংশের মাধ্যমে চেক ও স্ট্রাইপ বেডশিট বুনন করা হয়। পরবর্তীতে রুচির পরিবর্তনের সাথে সাথে ও চাহিদার কথা বিবেচনায় প্রিন্টেড (গ্রে কাপড়ের ওপর প্রিন্ট করা) বেডশিট উৎপাদন করা হয়। প্রিন্টেড বেডশিট উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রথমে গ্রে কাপড় উৎপাদন করা হয় তাঁতে। তারপর এই গ্রে কাপড় ওয়াশিং মেশিনের মাধ্যমে ওয়াশ করার পর আধুনিক প্রিন্টিং মেশিনের মাধ্যমে এই গ্রে কাপড়ের বিভিন্ন নকশার ছাপ দেওয়া হয়। এরপর ক্যালেন্ডার মেশিনের মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রিন্টেড বেডশিট প্রস্তুত হয়।

[ঘ] **কুমারখালীর বেডশিট তৈরিতে তাঁতের ব্যবহার** : কুমারখালীর বেডশিট তৈরীতে সাধারণত নিম্নরূপ তাঁত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

- সেমি-অটোমেটিক/চিত্তরঞ্জন তাঁত ;
- পাওয়ার তাঁত (অটোমেটিক তাঁত): এই তাঁত দুই ধরনের ব্যবহার করা হয়

    ১. এয়ার জেট (মাকু ছাড়া বুনন)

    ২. র‍্যাপিয়ার লুম (মাকু চালিত তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলমান)

[ঙ] **উপকরণ** : বেডশিট তৈরী করতে বিভিন্ন কাউন্টের সুতি সুতার প্রয়োজন হয়। তবে ১০০% কটন (সুতি) সুতাই বেডশিট তৈরির মুখ্য উপকরণ। তন্মধ্যে বেশির ভাগ বেডশিট উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৩২/২ কাউন্টের সুতা ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও ৪০/২ কাউন্টের সুতাও মাঝে মাঝে ব্যবহার করা হয়।

কুমারখালীর বেডশিটের উৎপাদন পদ্ধতির স্থিরচিত্র

ছবি-১: সুতা রং করার প্রক্রিয়া

ছবি-২: সুতা রং করার চিত্র

ছবি-৩: রং করা সুতা রোদে শুকানো

ছবি-৪: সুতা হ্যাংকস/লাছি করা

ছবি-৫: ড্রামে সুতা প্যাঁচানো

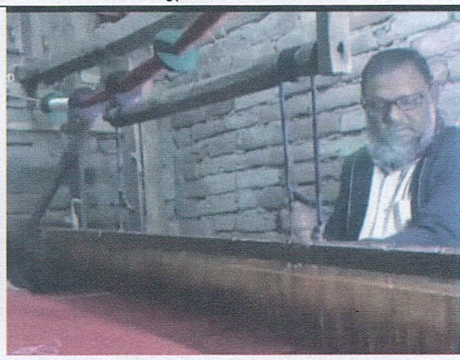

ছবি-৬: তাঁতির বেডশিট বুননের চিত্র

ছবি-৭: পাওয়ার তাঁতে বেডশিট বুননের চিত্র

ছবি-৮: পাওয়ার তাঁতে প্রিন্টেড বেডশিট তৈরী

ছবি-৯: পাওয়ার তাঁতে চেক ও স্ট্রাইপ বেডশিট বুননের চিত্র

ছবি-১০: পাওয়ার তাঁতে স্ট্রাইপ বেডশিট বুননের চিত্র

ছবি-১১: প্রস্তুতকৃত বেডশিট বিক্রয়ের জন্য

ছবি-১২: কুমারখালীর বেডশিটের ব্যবহার

ঞ) **অনন্য বৈশিষ্ট্যঃ**

কুমারখালীর বেডশিট দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। এই বেডশিট তৈরিতে দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন হয়। প্রতিটি ধাপে রয়েছে তাঁতির হাতের সুনিপুন ছাপ। এর ডিজাইন ও বুননে রয়েছে ঐতিহ্যের ছোঁয়া। শতভাগ কটন সুতা ব্যবহার করার কারণে এটির ব্যবহার খুবই আরামদায়ক। যার জন্য ক্রেতা সাধারণের কাছে এই বেডশিট খুবই জনপ্রিয়। এর নান্দনিক ডিজাইন একে রেখেছে চাহিদার শীর্ষে। স্ট্রাইপ, চেক ডিজাইনের পাশাপাশি ডবি ও জ্যাকার্ড ডিজাইনে নিয়ে এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। কুমারখালীর বেডশিটের অন্যতম প্রধান খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্য হলো সূক্ষ বুনন ও আকর্ষণীয় নকশা। এছাড়াও এই বেডশিটের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর শতভাগ সুতি ও পাকা রং। শুরুতে চেক ও স্ট্রাইপ ডিজাইন দিয়ে বেডশিট বুনন শুরু হয় এবং এই ডিজাইনে অত্র এলাকার সংস্কৃতির চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়। যার কারণে যুগ যুগ ধরে বেডশিটকে ক্রেতা সাধারণের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছে। পরবর্তীতে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে চেক ও স্ট্রাইপ এর পাশাপাশি তাঁতিরা ডবি এবং জ্যাকার্ড মেশিন এর প্রযুক্তি ব্যবহার করে জটিল যে কোন নকশা খুব সহজেই বেডশিটে ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

বাংলাদেশে কুমারখালীর তাঁতিরাই প্রথম চেক ও স্ট্রাইপ নকশার বেডশিট তৈরি করে। শতভাগ কটন সুতা ব্যবহার করার কারণে এটি খুবই নরম এবং আরামদায়ক। প্রতিটি বেডশিটে থাকে দুটি করে বালিশের কভার। যার নকশা করা হয় বেডশিটের নকশার সাথে মিল রেখে। ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে বেডশিটের বিভিন্ন নাম হয়ে থাকে। যেমন-চেক, স্ট্রাইপ এবং প্রিন্টেড। চেক ও স্ট্রাইপ বেডশিট গুলো তাঁতের মাধ্যমে নকশা করা হয়। এই বেডশিটের ক্ষেত্রে কোনরুপ প্রিন্টের প্রয়োজন হয় না। অনুরুপ ডবি ও জ্যাকার্ড মেশিন ব্যবহার করেও তাঁতের মাধ্যমে বেডশিটে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। বর্তমানে আধুনিক বা পাওয়ার তাঁতে গ্রে কাপড় উৎপাদন হয় এবং উৎপাদিত কাপড় আধুনিক প্রিন্ট মেশিনের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের ছাপের মাধ্যমে নকশা করা বেডশিট তৈরী করা হয় যা প্রিন্টেড বেডশিট নামে পরিচিত। সাধারণত তিনটি মাপের বেডশিট উৎপাদিত হয়: (ক) ৩×৫ হাত (সিঙ্গেল বেডশিট) (খ) ৪×৫ হাত (সেমি ডাবল বেডশিট) এবং (গ) ৫×৬ হাত (ডাবল বেডশিট)। সিঙ্গেল বেডশিট ৫০০- ৬০০/- টাকা, সেমি ডাবল ৭০০-১০০০/- টাকা এবং ডাবল বেডশিট ১১০০-২৫০০/- টাকা পর্যন্ত বাজারে পাওয়া যায়।

ট) **ব্যবহারকাল :**

কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলা বাংলাদেশের একটি তাঁত বহুল এলাকা। অত্র এলাকায় হস্তচালিত, সেমি অটোমেটিক এবং পাওয়ার (অটোমেটিক) তাঁতে স্থানীয় তাঁতিরা বিছানার চাদর বা বেডশিট উৎপাদন করে থাকে। কুষ্টিয়াতে স্থাপিত বাংলার প্রথম কাপড়ের কলের নাম মোহিনী মিলস, যা স্থাপিত হয় ১৯০৮ সালে। ১৯০৮ সালের মধ্যেই ১০০ একর জায়গার ওপর কার্যক্রম শুরু করে মিলটি। এর প্রতিষ্ঠাতা মোহিনী মোহন চক্রবর্তীর বাড়ি কুমারখালীর পৌর এলাকায়। এ সময় এই মিলে উন্নতমানের সুতা, মোটা শাড়ি, ধুতি, বেডশিট, তোয়ালে, হাসপাতালে ব্যবহৃত গজ, ব্যান্ডেজ, ধূসর বর্ণের ও রঙিন সুতা তৈরি হতো।[১২]

উল্লেখ্য সেই সময় থেকেই কুমারখালীতেও তাঁতে বেডশিট উৎপাদন করা হত এবং বাজারজাত করা হত। ফলে কুমারখালীর বেডশিটের উৎপাদন ও ব্যবহারকাল ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ হতে শুরু হয়।

ঠ) **বাণিজ্যিক এলাকা :**

বাংলাদেশের সকল জেলা উপজেলায় কুমারখালীর বেডশিট বা বিছানার চাদর বিক্রি ও ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন অনলাইন উদ্যোক্তার মাধ্যমেও সারা দেশে এই বেডশিট বিক্রি করা হয়। তবে শুধু দেশে নয়, বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে কুমারখালীর বেডশিট (বিছানার চাদর) ; যাচ্ছে জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, শ্রীলংকা, ভারত, নেপাল, ইতালিসহ আরও কিছু দেশে।

ড) **পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ :**

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

ঢ) **উৎপাদনকারীর তথ্য :**

কুমারখালীর বেডশিট উৎপাদনকারিগণের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম/ উৎপাদনকারীর নাম	প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম	পিতার নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
১	ইস্টার্ণ ফেব্রিক্স লিঃ	গোলাম ছরোয়ার	ইব্রাহিম মালিথা	এলঙ্গী, কুমারখালী	০১৭১১৮৪৭৬৬৫
২	বুলবুল টেক্সটাইল লিঃ	মো: রফিক বিশ্বাস	হাজী কুদ্দুস বিশ্বাস	কুন্ডপাড়া, কুমারখালী	০১৭১২৯৭৫৮৮১
৩	রানা টেক্সটাইল লিঃ	মো: মাসুদ রানা	মো:শাহজাহান আলী বিশ্বাস	শেরকান্দি, কুমারখালী	০১৭১৬০৭৮৭২৮
৪	নুরুল টেক্সটাইল লিঃ	মো: আনছার প্রামানিক	মৃত মন্তাজ প্রামানিক	শেরকান্দি, কুমারখালী	০১৭১৫০২৮৬৭৪
৫	তাসলিমা টেক্সটাইল লিঃ	মো: তোফাজ্জেল হোসেন	মৃত আকবর আলী	তেবাড়িয়া, কুমারখালী	০১৭৪৫০২০৯৯২
৬	রহিম টেক্সটাইল লিঃ	মো: রহিম শাহ	মৃত করিম শাহ	শেরকান্দি, কুমারখালী	০১৭১১৫৭৩৯৫০
৭	রিমি টেক্সটাইল লিঃ	মো: রেজাউল ইসলাম	হাজী শহিদুল ইসলাম	শেরকান্দি, কুমারখালী	০১৭১৪৫৩৮৪১৩
৮	রত্না টেক্সটাইল লিঃ	নেত্র কুন্ডু	কাঞ্চন কুন্ডু	তেবাড়িয়া, কুমারখালী	০১৭১৮৭৩৮১৫৪
৯	রয়েল রিপন ফেব্রিক্স লিঃ	মো: আলাল উদ্দিন	মো:ওয়াজেদ আলী	শেরকান্দি, কুমারখালী	০১৭৪২২৭২৮৪০
১০	তারা ফেব্রিক্স লিঃ	মো: মিলন প্রামানিক	সিদ্দিক আলী প্রামানিক	এলঙ্গী, কুমারখালী	০১৭১২৬০৭৪২৩

ণ) **তথ্যসূত্র :**

১. https://bn.wikipedia.org/wiki/ মোহিনী_মিল

২. https://bonikbarta.net/magazine_details/3729

৩. https://www.dailyjanakantha.com/economy/news/219196

৪. https://www.prothomalo.com/business/ /কুমারখালীর-চাদরের-ভাঁজে-ঈদের-আনন্দ

৫. কুষ্টিয়ার তাঁত শিল্প, ড. মুহম্মদ এমদাদ হাসনায়েন এবং ড. সারিয়া সুলতানা, পৃ ;-৭০

৬. কুষ্টিয়ার তাঁত শিল্প, ড. মুহম্মদ এমদাদ হাসনায়েন এবং ড. সারিয়া সুলতানা, পৃ ;-৭৩

৭. ইতিহাস ঐতিহ্যে কুষ্টিয়ার পর্যটন, ড. মুহম্মদ এমদাদ হাসনায়েন এবং ড. সারিয়া সুলতানা, পৃ ;-৯৮

৮. ইতিহাস ঐতিহ্যে কুষ্টিয়ার পর্যটন, ড. মুহম্মদ এমদাদ হাসনায়েন এবং ড. সারিয়া সুলতানা, পৃ ;-১০০

৯. কুষ্টিয়ার তাঁত শিল্প, ড. মুহম্মদ এমদাদ হাসনায়েন এবং ড. সারিয়া সুলতানা, পৃ ;-৭০-৭১

১০. নদীয়া কাহিনী, কুমুদনাথ মল্লিক, মোহিত রায় সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ ;-৪১৪

১১. Report on the Survey of Cottage Industries in Bengal. Second edition. Calcutta, 1929. পৃ:-৪৮

১২. https://bonikbarta.net/magazine_details/3729

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস–সিডিপি শাখা–(গ)–১১১/২০২৪-২০২৫/(শিল্পঃ)–১২-০৮-২০২৪–১৫০ বই।

For official use only

Printed by: Dr. Mohammad Mofizur Rahman, Deputy Director (Deputy Secretary)
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.